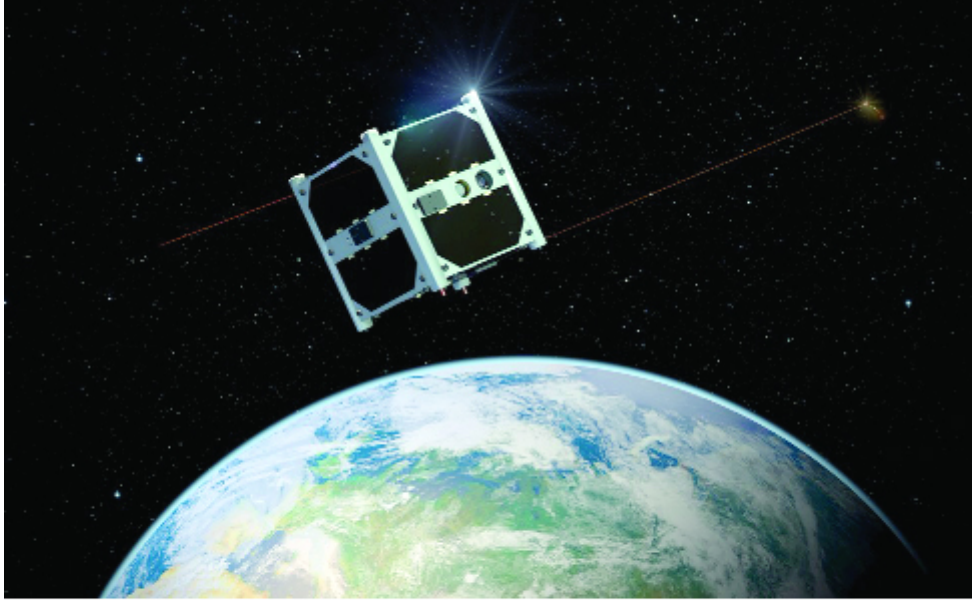


দৈনিক ইত্তেফাক

প্রতিষ্ঠাতা ওমানকল মেহসেন মাসিক মিয়া

ন্যানো স্যাটেলাইটে চড়ে মহাকাশে বাংলাদেশ

🕒 ০৭ জুন, ২০১৭ ইং ০০:০০ মিঃ



সৈয়দ তাওসিফ মোনাওয়ার

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তৈরি বাংলাদেশের প্রথম ন্যানো স্যাটেলাইট 'ব্র্যাক অম্বেষা-৩বি' এখন মহাকাশে। গত ৪ জুন রবিবার বাংলাদেশ সময় ভোর ৩টায় এটি উৎক্ষেপণ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে রকেটে চড়ে ন্যানো স্যাটেলাইটটি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে রওনা হয়েছে।

ন্যানো স্যাটেলাইটের নির্মাতারা জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের নভোচারীরা উৎক্ষেপণের সময় থেকে দু'দিনের মধ্যে ন্যানো স্যাটেলাইটটি পাবেন। পরে তারা এটির কক্ষপথ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেবেন। নভোচারীদের জন্য পৃথিবী থেকে ছয়মাস পরপর রসদ পাঠানো হয়। সেই কার্গোর সঙ্গে 'অন্বেষা'কে পাঠানো হয়েছে। এটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সবদিকে ১০ সেন্টিমিটার। ওজন প্রায় এক কেজি।

স্যাটেলাইটটির নকশা তৈরি, উপকরণ সংগ্রহ থেকে শুরু করে তৈরির সব কাজই করেছেন ব্র্যাকের তিন শিক্ষার্থী রায়হানা শামস ইসলাম অন্তরা, আবদুল্লা হিল কাফি ও মাইসুন ইবনে মনোয়ার। তারা ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তড়িত ও ইলেকট্রনিকস প্রকৌশল (ইইই) বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে এখন জাপানের কেআইটিতে স্নাতকোত্তর করছেন। তাদের প্রকল্পে প্রধান ইনভেস্টিগেটর হিসেবে রয়েছেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. খলিলুর রহমান। গত বছরের জুন মাসে ন্যানো স্যাটেলাইট নির্মাণ ও মহাকাশে তা উৎক্ষেপণের জন্য জাপানের ইনস্টিটিউট অব টেকনোলোজির সঙ্গে চুক্তি করে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়। চলতি বছরের ৮ ফেব্রুয়ারি ন্যানো স্যাটেলাইটটি জাপান অ্যারোস্পেস এক্সপ্লোরেশন এজেন্সির কাছে হস্তান্তর করা হয়।

উদ্যোক্তারা বলেন, এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমেই মহাকাশ থেকে বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি, নদী, ফসলের মাঠ থেকে শুরু করে নগর, পাহাড়, সাগর—সবকিছুরই পর্যায়ক্রমিক আলোকচিত্র পাওয়া যাবে। গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ করা হবে এর অন্যতম কাজ। এছাড়া বছরের বিশেষ বিশেষ দিনে স্যাটেলাইটটি জাতীয় সংগীত বাজাবে। 'অন্বেষা' পৃথিবী থেকে ৪০০ কিলোমিটার ওপরে অবস্থান করবে এবং পৃথিবীর চারপাশে প্রদক্ষিণ করে আসতে এর সময় লাগবে ৯০ মিনিট। এটি প্রতিদিন ১৬ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে। বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ঘুরে যাবে দিনে চার থেকে পাঁচবার। এ সময় কৃত্রিম উপগ্রহটি থেকে ছবিও ডাউনলোড করা যাবে। এতদিন বাংলাদেশ উন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে কৃত্রিম উপগ্রহের তোলা ছবি কিনত। খরচের পাশাপাশি অনেক সময় তা বাংলাদেশের প্রকৃতি বোঝার উপযোগী হতো না। এবার এ থেকে বাংলাদেশ মুক্তি পাবে। 'অন্বেষা' নিয়ন্ত্রণের স্টেশন তৈরিতে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক দল শিক্ষার্থী সানন্দ, বিজয়, মোজাম্মেল ও আইনুল কাজ করেছেন। সার্বক্ষণিক সহায়তা করছে বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা (স্পারসো)। স্যাটেলাইটটির কক্ষপথ নির্ধারণ হবার সাথে সাথেই গ্রাউন্ড স্টেশনে তথ্য আসা শুরু হবে। গত ২৫ মে বৃহস্পতিবার মহাখালীতে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসের ৪ নম্বর ভবনের ছাদে নির্মিত এই গ্রাউন্ড স্টেশনটি উদ্বোধন করেন ব্র্যাকের চেয়ারপারসন স্যার ফজলে হাসান আবেদ।

গ্রাউন্ড স্টেশনটি উদ্বোধনের সময় ভিডিও কনফারেন্সে স্যার আবেদ স্যাটেলাইটটি নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত তিন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে তাদের অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের এই প্রচেষ্টা বাংলাদেশের মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করবে। অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করবে। এসময় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. সৈয়দ সাদ আন্দালিব ও সহযোগী অধ্যাপক ড. খলিলুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। সৈয়দ সাদ আন্দালিব বলেন, ন্যানো স্যাটেলাইট তৈরি একটি ছোট্ট পদক্ষেপ হলেও এতে অনেক বড় যাত্রার শুরু। সহযোগী অধ্যাপক খলিলুর রহমান বলেন, ন্যানো স্যাটেলাইটটির মাধ্যমে আমাদের তৈরি প্রযুক্তি স্থানান্তর হচ্ছে, এতে জাতি হিসেবে আমরা এগিয়ে গেলাম।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন।

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত